

স্মৃতিতে ভাস্বর জিয়া

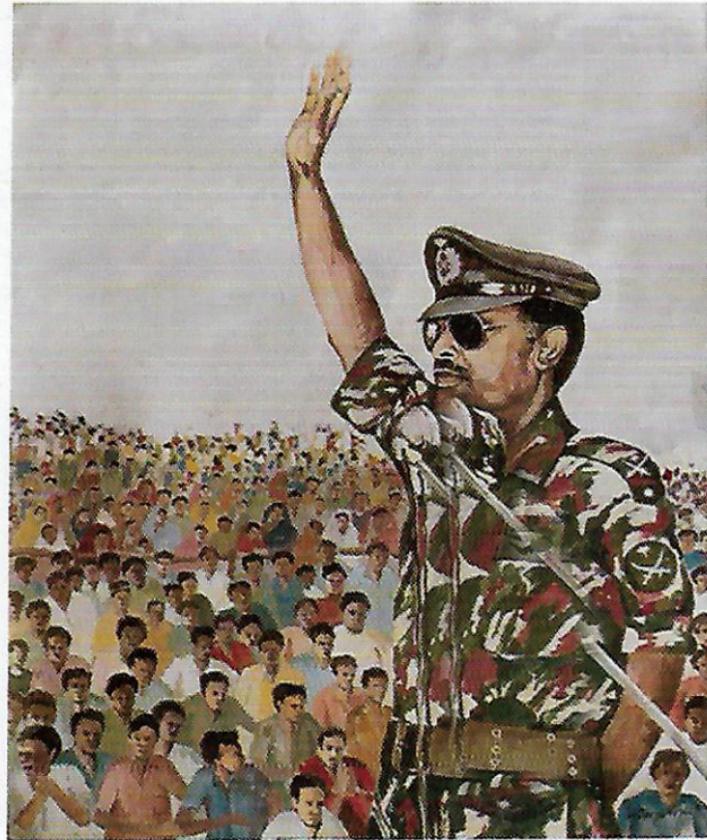


শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের
২২ তম শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে
তাঁর বর্ণাত্য কর্মময় জীবনের উপর আঁকা
শিল্পী আবদুস সোবাহান হীরার
একক চিত্র প্রদর্শনী

৯ থেকে ১৫ জুন ২০০৩



বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী



জনতার মাঝে জিয়া এক্সেলিক ২০০৩

চিরঞ্জীব জিয়া

জাতির ইতিহাসে শহীদ জিয়াউর রহমান এক অবিস্মরণীয় নাম। বাংলাদেশের রাজনীতিতে তাঁর আবির্ভাব ধূমকেতুর মতই আকস্মিক। আবার তিরোধানও ধূমকেতুর মতই।

১৯৭১ সনের ২৭ শে মার্চ কালুরঘাট বেতার থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার মধ্য দিয়েই তাঁর আগমন। দেশের চরম সংকট সময়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য দেশবাসীর প্রতি তাঁর উদান্ত আহ্বান এক লহমায় তাঁকে নিয়ে আসে পাদপ্রদীগের নীচে এবং দেশবাসী ও বিশ্ববাসীর সামনে জিয়াউর রহমান পরিচিতি লাভ করেন অকৃতোভয় একজন স্বাধীনতা যোদ্ধা হিসেবে। রণাঙ্গনে বীরবিক্রমে লড়াই করেন তিনি।

১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর যুদ্ধ বিজয়ের পর জিয়াউর রহমান ফিরে যান তাঁর সৈনিক জীবনের কর্মসূলে। জাতির আর এক ক্রান্তিকালে ৭৫-এর ৭ই নভেম্বর সিপাহী জনতার বিপ্লব তাঁকে রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে। জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার চার বছর পর সেনাবাহিনীর কিছু উশ্ঞাখল সদস্যের হাতে ১৯৮১ সনের ৩০ শে মে শহীদ হন জিয়াউর রহমান।

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান প্রায় পাঁচ বছর দেশ পরিচালনাকালে কৃষি, শিল্পসহ জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে যে উন্নতি হয়েছে তার তুলনা নেই। তিনি ‘তলাইয়ে ঝুড়ি’র অপবাদ ঘুচিয়ে দেশকে সকল ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলেন।

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান তাঁর কীর্তির চেয়েও মহৎ ব্যক্তি ছিলেন। কবি গুরুর কথা উদ্ধৃত করে বলা যায়ঃ

‘তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ,
তাই তব জীবনের রথ,
পশ্চাতে ফেলিয়া যায়
কীর্তিরে তোমার,
বার বার।

আহমদ নজীর
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী



রাষ্ট্রপতি হিসেবে প্রধান বিচারপতির নিকট শপথ গ্রহণ এক্রেলিক ২০০৩



খাল খননে জিয়া এক্রেলিক ২০০৩



সিপাহী বিপ্লবে জিরা এক্রেলিক ২০০৩



নতুন কুঁড়ি অনুষ্ঠানের সূচনাকারী এক্রেলিক ২০০৩



বৈদেশিক সম্পর্ক উন্নয়নে জিরা এক্রেলিক ২০০৩

শিল্পীর কথা

স্বাধীনতার ঘোষক, বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তক, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ২২তম শাহাদাতবার্ষিকীতে শৃঙ্খাঙ্গি। এই মহান নেতার প্রতি শৃঙ্খার নিদর্শন স্বরূপ তাঁর বর্ণায় কর্মময় জীবনের উপর আঁকা “স্মৃতিতে ভাস্তর জিয়া” শীর্ষক চিত্র প্রদর্শনী করতে পেরে আমি গবর্বোধ করছি। শহীদ জিয়ার আলোকচিত্রসমূহ অধিকাংশ সাদা-কালোতে হওয়ায়, আঁকা চিত্রকর্মগুলোতে বেশীরভাগ ফেরেই কাঞ্চনিক রং ব্যবহার করে তা অধিকতর দৃষ্টিনন্দন করার চেষ্টা করেছি। চিত্রকর্মগুলোতে যদি কোন দোষক্রটি থেকে থাকে তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন বলে আশা রাখি।

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান স্মৃতিতে ভাস্তর থাকুক যুগ-যুগান্তরে আমাদের অস্তরে।

আবদুস সোবাহান ইরা



আবদুস সোবাহান ইরা

জন্ম : ২৪ শে মে, ১৯৭০, মুজাগাছা, ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ

শিক্ষা : এম এফ এ (ছাপচিত্র) প্রথম শ্রেণীতে প্রথম

চারুকলা ইনসিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৫

কর্মশালা ও কোর্স : টিভি সেট ডিজাইন কোর্স, জাতীয় গণমাধ্যম ইনসিটিউট, ২০০৩; সেলস মেনেজমেন্ট ফর আর্টিস্ট, প্রশিক্ষক-জার্মান শিল্পী ইলস হিলপার্ট, জার্মান দূতাবাস ও গ্যালারী ২১, ঢাকা ২০০২; ছাপচিত্র কর্মশালা, প্রশিক্ষক-শিল্পী শহীদ কবির, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী ১৯৯৭; ছাপচিত্র কর্মশালা, প্রশিক্ষক-জাপানী অধ্যাপক তুসিওকি সিরিওকি, চারুকলা ইনসিটিউট, ১৯৯৪।

পুরস্কার : বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ মতিউর রহমান স্মৃতি পদক, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ৬৬তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন পরিষদ, চারুকলা ইনসিটিউট, ২০০২; শ্রেষ্ঠ নিরীক্ষামূলক কাজের পুরস্কার, ছাপচিত্র বিভাগ, চারুকলা ইনসিটিউট, ২০০২; বঙ্গবন্ধু স্বর্ণপদক, জাতির জনকের ২৪তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে চিত্রকর্ম প্রদর্শনী, ১৯৯৯; সমানসূচক পুরস্কার, ১২তম জাতীয় নবীন শিল্প চারুকলা প্রদর্শনী, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৯৮; সমানসূচক পুরস্কার, মানবতার জন্য চিত্রকর্ম প্রদর্শনী, ১৯৯৮; এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ সেন্টার, ঢাকা, ১৯৯৭; শ্রেষ্ঠ নিরীক্ষামূলক কাজের পুরস্কার, ছাপচিত্র বিভাগ, চারুকলা ইনসিটিউট, ১৯৯৭; সমানসূচক পুরস্কার, জাতিসংঘের ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয় নবীন শিল্পী চিত্রকলা প্রদর্শনী, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৯৫।

একক প্রদর্শনী : একক ছাপচিত্র প্রদর্শনী, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ২০০৩; একক চিত্রপ্রদর্শনী, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ২০০৩।

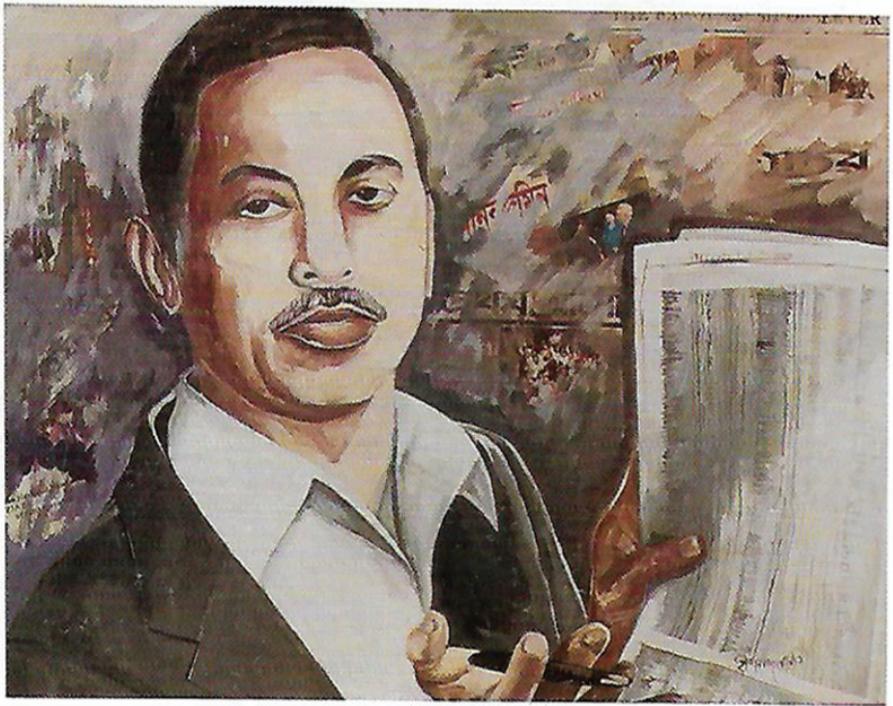
আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী : নবম দ্বি-বার্ষিক চারুকলা প্রদর্শনী, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৯৯; দ্বি-বার্ষিক ও ত্রি-বার্ষিক মালয়েশিয়া আন্তর্জাতিক সমকালীন ছাপচিত্র প্রদর্শনী, সেন্ট্রাল একাডেমী অব ফাইন আর্ট, মালয়েশিয়া ১৯৯৭-৯৮; তৃতীয় আন্তর্জাতিক মিনিয়েচুর আর্ট প্রদর্শনী, তামা আর্ট ইউনিভার্সিটি, জাপান ১৯৯৮; গ্যালারী টেন জাতীয় মিনিয়েচুর আর্ট প্রদর্শনী, ঢাকা, ১৯৯৮; গ্যালারী টেন আন্তর্জাতিক মিনিয়েচুর আর্ট প্রদর্শনী, ১৯৯৮; চতৰ্থ ভারত ভবন আন্তর্জাতিক দ্বি-বার্ষিক ছাপচিত্র প্রদর্শনী, ভুপাল, ভারত, ১৯৯৭; আন্তর্জাতিক দ্বি-বার্ষিক ছাপচিত্র প্রদর্শনী, শ্রোতাকিয়া, ১৯৯৫।

জাতীয় ও উল্লেখযোগ্য দলীয় প্রদর্শনী : শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ৬৬ তম -৬৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে চিত্রকর্ম প্রদর্শনী চারুকলা ইনসিটিউট, ২০০২-০৩; ১০ম, ১২তম, ১৩তম ও ১৪তম নবীন শিল্পী চারুকলা প্রদর্শনী, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৯৮, ১৯৯৮, ২০০০, ২০০২; ১২তম, ১৩তম, ১৪তম ও ১৫তম জাতীয় চিত্রকলা প্রদর্শনী, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৯৬, ১৯৯৮, ২০০০, ২০০২; ১১তম, ১৩তম, ১৪তম ও ১৫তম জাতীয় চিত্রকলা প্রদর্শনী, ১৯৯৮, ২০০০, ২০০২; ১৭ জন শিল্পীর চিত্র প্রদর্শনী, জার্মান এ্যামবেসী ও গ্যালারী ২১, ঢাকা ২০০২; গ্র্যান্ড আর্ট প্রদর্শনী, সাজু আর্ট গ্যালারী, গুলশান, ঢাকা, ২০০০, ২০০১, ২০০৩; ১ম দ্বি-বার্ষিক চিত্র প্রদর্শনী, বাংলাদেশ চারুশিল্পী সংসদ, ২০০০; পাঁচজন বাংলাদেশী শিল্পীর ছাপচিত্র প্রদর্শনী, গ্যাটে ইনসিটিউট, ঢাকা, ২০০০; মিলিনিয়াম চিত্র-প্রদর্শনী, বিচিত্র ভবন, ঢাকা, ২০০০; ১ম-তৃয় বাজার নবীন শিল্পী চিত্রকলা প্রদর্শনী, শিল্পাসন আর্ট গ্যালারী, ঢাকা, ১৯৯৭-৯৮; তৃতীয় জাতীয় নবীন শিল্পী চিত্রকলা প্রদর্শনী, শিল্পাসন আর্ট গ্যালারী, ঢাকা, ১৯৯৮; বন্যা দুর্গতদের জন্য চিত্রকলা প্রদর্শনী, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৯৮; সমকালীন বাংলাদেশী নবীন শিল্পী চিত্রকলা প্রদর্শনী, রবসনবান, জাপান, ১৯৯৭; ৯৫ জন ছাপচিত্রীর ছাপচিত্র প্রদর্শনী, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৯৭; মানবতার জন্য শিল্প' ৯৬, এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ সেন্টার, ঢাকা, ১৯৯৭; জাতি সংঘের ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে তরুণ শিল্পী চিত্রকলা প্রদর্শনী বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৯৫; জলরং চিত্র প্রদর্শনী, সোনারগাঁও হোটেল, ১৯৯২; ২১তম বিজয় দিবস উপলক্ষে জলরং চিত্র প্রদর্শনী, চারুকলা ইনসিটিউট, ১৯৯১।

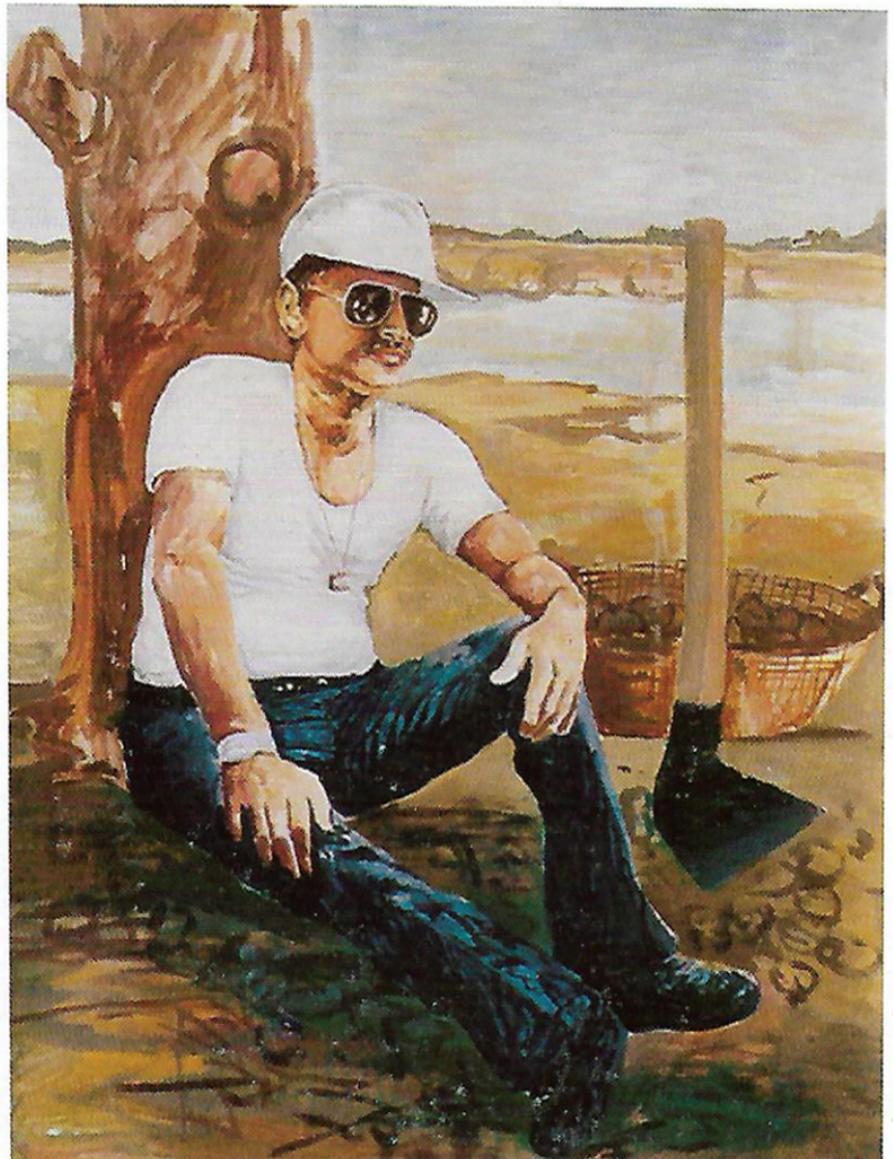
সংগ্রহ : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর; তামা আর্ট ইউনিভার্সিটি, জাপান; সেন্ট্রাল একাডেমী অব ফাইন আর্ট, মালয়েশিয়া; ক্ষয়ার ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড, বাংলাদেশ; নেতী লেডিস ক্লাব, নেতী হেডকোর্টার, বনানী, ঢাকা এবং দেশে-বিদেশে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে চিত্রকর্ম সংগৃহিত রয়েছে।

বর্তমান অবস্থান : শ্রাফিক শিল্প নির্দেশক, বাংলাদেশ টেলিভিশন, ঢাকা, ফোনঃ ৯৩৩০১৩১-৯ (এল-৩২৩)।

স্টুডিও : ৪৩/১, পশ্চিম উল্ল, রামপুরা, ঢাকা, বাংলাদেশ।



সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সূচনাকারী এক্রেলিক ২০০৩



খাল খননের ফাঁকে একটু অবসরে এক্রেলিক ২০০৩

ফরিদাহাফ : মাহিদুল হক